সংবাদ

তারিখ 23 DEC 2002 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমার ঘটনা ॥ গ্রেফতার ১৭ ॥ ক্লু উদ্ধার হয়নি

পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিকুঞ্জের সামনে ৫শ' গ্রাম ওজনের বোমা উদ্ধারের ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত পটুয়াখালী কৃষি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. হারুন-অর-রশিদসহ সকলকে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাদের জেল হাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ আরও দু'জনকে গ্রেফতার করলেও অজ্ঞাত কারণে তাদের ছেড়ে দেয়। এ ঘটনার পর যৌথবাহিনী শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। সমগ্র দুমকিতে এখন গ্রেফতার আতঙ্ক বিরাজ করছে।

দুমকী থানা পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৫ই ডিসেম্বর বেলা ১১টায় ক্যাম্পাসের ঝাড়ুদার বাবুল ঝাড় দিতে গিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবন কৃষিকুঞ্জের ৫/৬ হাত দূরে একটি ফুলগাছের নিচে লাল টেপ দিয়ে পেঁচানো তার সংযুক্ত একটি কৌটা দেখতে পেয়ে কৌতূহলবশত সে কৌটাটিকে নেড়েচেড়ে দেখে এবং সন্দেহ হলে কর্তৃপক্ষকে জানায়। বেলা সোয়া ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুমকী থানাকে জানালে পুলিশ স্থানটিকে কর্ডন করে এডিশনাল এসপিকে অবহিত করে। এডিশনাল এসপি ঘটনাটি জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীকে অবহিত করলে সেনাবাহিনীর লোকজন বিকেল ৪টায় তা উদ্ধার করে বিস্ফোরণ ঘটায়। পুলিশ ঘটনার দিবাগত রাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কৃষি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. হারুন-অর-রশিদকে আটক করে এবং একই রাতে মোশাররফ হোসেন, সোহরাব শরীফ, আনিছুর রহমান এ ৩ জন, গার্ড ও ঝাড়ুদার বাবুল খান, গেটম্যান নারায়ণ চন্দ্র শীল, সহকারী প্রকৌশলী আমির হোসেন, দুমকী উপজেলা যুবলীগ সভাপতি সেলিম আকন শাহজাহান, এসএলএসএস দুলাল মৃধা ও জানে আলমকে আটক করে। পুলিশ সুপার আওরঙ্গজেব মাহাবুব জানান, 'দুমকীর ঘটনার এখনও কোন 'ক্লু' পাওয়া যায়নি। তবে তদন্ত চলছে। এখনও কোন মামলা হয়নি। তবে ভিসি দুমকীতে আসার পর মামলা হতে পারে।' দুমকী থানার ওসি শাহজাহান শরীফ জানান, 'এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি অথবা নাশকতা করার জন্য এ বোমা পাতা হতে পারে। গ্রেফতারকৃতদের রিমান্ডে আনা হবে।'

এদিকে পুলিশ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খান মোশাররফ হোসেনের বাসা, জেলা ছাত্রলীগের বাসাসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় পুলিশ আওয়ামী লীগ নেতা ও ঠিকাদার মো. জাহিদুর রহমান বাচ্চু তালুকদারকে তার সবুজবাগের বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। বাচ্চু তালুকদারের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। তবুও তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য এক ঘটনায় যৌথবাহিনী সদর উপজেলার মরিচবুনিয়া এলাকা থেকে মোতাহার শিকদারকে (৩০) একটি দেশী তৈরি অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে।